আজকের কাগজ

তারিখ 03 NOV 1993

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঃ সন্ত্রাসের পূর্বানুবৃত্তি

গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সংঘটিত হয়েছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই হত্যাকাণ্ড কোনো আকস্মিক বা অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। তবুও হত্যা মৃত্যু নৃশংসতাকে কোনোভাবেই সাধারণ ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া যায় না।

কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের কাছে তারুণ্য এবং জীবনের মূল্য হয়ে পড়েছে খুবই সস্তা ও নগণ্য। আজ স্বৈরাচার নেই তবুও সন্ত্রাস চলছে; এবং এমনভাবে চলছে যে মনে হচ্ছে যেন এটা এখন রাজনীতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সন্ত্রাস ছাড়া রাজনীতি বিশেষতঃ ছাত্র রাজনীতি এখন যেন এক অচিন্তনীয় ব্যাপার।

উপরন্তু ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে এখন বৃত্তি এবং পেশারও একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। স্ফীত মুদ্রার প্রাবল্যে চলছে তারুণ্যের কেনা বেচা, এখানে কি আদর্শ বা রাজনৈতিক মূল্যবোধ খুব একটা বিশদ ভূমিকা রাখছে? নিশ্চয়ই নয়, আদর্শিক দ্বন্দ্বের চেয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বন্দ্বেই ছাত্র রাজনীতি বিলোড়িত হচ্ছে।

সন্ত্রাস এমনি হয় না, সন্ত্রাসের জন্যে প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র। আমরা আগেও প্রশ্ন রেখেছি স্বৈরাচারের পতনের পর ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের হাতে কারা অস্ত্র পৌছাচ্ছে? এ অস্ত্রের উৎস কোথায়! কারা প্ররোচিত করছে তারুণ্যকে অস্ত্র ব্যবহারে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও এ জাতি পায়নি। একথা আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি যে, যতোদিন পর্যন্ত না এসব প্রশ্নের সদুত্তোর পাওয়া যাবে ততদিন সন্ত্রাস বন্ধ হবে না বা সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ এদেশে সৃষ্টি হবে না।

এখন যে রাজনীতির ধুয়ো তুলে সন্ত্রাসের জাল দেশে বিস্তারিত সে রাজনীতি জনগণের রাজনীতি নয়।

সন্তান আর স্বজন হারানোর জন্যে জনগণ এখন এই পরিস্থিতিতে আর কোনো ক্রমেই রাজি নয়। কারণ ক্ষমতাসীন সরকার ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের মতে এদেশে এখন এমন কোনো সংকট নেই যার কারণে অহরহ মানুষের জীবন সংশয় ঘটতে পারে।

এই সত্যকে তাঁরা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাহলে অবশ্যই শিক্ষাঙ্গনগুলোকে অস্ত্রমুক্ত এবং জনজীবনকে শংকামুক্ত করতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে ম্যান্ডেট লাভকারী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে এবং সংসদকেও। কেউই তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

আমাদের রাজনীতিবিদদের বক্তব্য এবং কর্ম দু'য়ের মধ্যে অবশ্যই সাযুজ্য রক্ষা করতে হবে। প্রাথমিকভাবে সমাজ–রাজনীতিকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেবেন বলেই আমরা আশা করি। কারণ সন্ত্রাসের পূর্বানুবৃত্তি স্বৈরতন্ত্রেরই পুনরুত্থানের ইঙ্গিতবহ।